أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/V) www.motaher21.net

وَلَنَآ أَعْمٰلُنَا وَلَكُمْ أَعْمٰلُكُم

আমাদের জন্য আমাদের আমল।

We are to be rewarded for our deeds and you for your deeds.

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-১৩৯

قُلْ اَتُحَآجُّوْنَنَا فِى اللّٰهِ وَ هُوَ رَبُّنَا وَ رَبُّكُمْ ۚ وَ لَنَآ اَعْمَالُنَا وَ لَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۚ وَ نَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَ ۙ

হে নবী! এদেরকে বলে দাওঃ "তোমরা কি আল্লাহর ব্যাপারে আমাদের সাথে ঝগড়া করছো? অথচ তিনিই আমাদের রব এবং তোমাদেরও। আমাদের কাজ আমাদের জন্য, তোমাদের কাজ তোমাদের জন্য। আর আমরা নিজেদের ইবাদাতকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করেছি।

১৩৯ নং আয়াতের তাফসীর:

المحاجة বলা হয় المجادلة বা বাদানুবাদ। যা দু’ বা তার বেশি লোকের মাঝে হয়ে থাকে। যেখানে কোন মতবিরোধপূর্ণ মাসআলা নিয়ে উভয় দলে বিবাদ হলে একপক্ষ বিরোধী পক্ষকে পরাজিত করার জন্য নিজের দলীল ও মতামতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার আপ্রাণ প্রয়াস চালায়।

অত্র আয়াতে এমনি একটি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে, আহলে কিতাবগণ বিশ্বাস করে যে, আমরাই মুসলিমদের থেকে আল্লাহ তা ‘আলার নৈকট্য অর্জনে বেশি হকদার। তিনি আমাদেরই প্রতিপালক।

আল্লাহ তা ‘আলা তাদের দাবি খণ্ডন করে রাসূলুলাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলেন যে, বল: তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং আমাদেরও প্রতিপালক। অতএব এতে ঝগড়া করার কিছুই নেই। কিন্তু তোমরা যা কিছু কর তার ফলাফল তোমরাই পাবে আর আমরা যা কিছু করছি তারও ফলাফল আমরাই পাব। আমরা এক আল্লাহ তা ‘আলার ওপর বিশ্বাসী, তাঁর সাথে কোন অংশী স্থাপন করি না।

১৪০ নং আয়াত এটা তাদের আরেকটি দাবি যে, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়া ‘কূব ও অন্যান্য নাবীগণ সবাই ইয়াহূদী বা খ্রিস্টান ছিলেন। আল্লাহ তা ‘আলা তাদের প্রতিবাদে উত্তর দিচ্ছেন,

(مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًاث وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ)

“ইবরাহীম ইয়াহূদী বা খ্রিস্টান ছিলেন না, বরং তিনি একনিষ্ঠ মুসলিম ছিলেন। আর তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্তও ছিলেন না।” (সূরা আল ইমরান ৩:৬৭)

যাদের ন্যূনতম জ্ঞান রয়েছে তারাও জানে যে, ইবরাহীম (আঃ) ও অন্যান্য নাবীরা ইয়াহূদী বা খ্রিস্টান ছিলেন না। তারা এ জ্ঞান ও সাক্ষ্য গোপন করেছে। তাই আল্লাহ তা ‘আলা বলেন: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللهِ) “আল্লাহর নিকট হতে প্রাপ্ত সাক্ষ্য যে ব্যক্তি গোপন করছে তার চেয়ে বেশি অত্যাচারী আর কে আছে?” (সূরা বাকারাহ ২:১৪০) তাই তাদের দাবি প্রত্যাখ্যাত। তারা যা কিছু করে আল্লাহ তা ‘আলা সকল বিষয়ে অবগত আছেন।

অর্থাৎ আমরাও তো এই একই কথাই বলি, আল্লাহ আমাদের সবার রব এবং তাঁরই আনুগত্য করতে হবে। এটা কি এমন বিষয়, যা নিয়ে তোমরা আমাদের সাথে ঝগড়া করতে পারো? ঝগড়া যদি করতে হয় তাহলে তা আমরা করতে পারি, তোমরা নও। কারণ তোমরাই আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করছো এবং তার বন্দেগী করছো। আমরা এ কাজ করছি না।اتحاجوننافى الله বাক্যটির আর একটি অনুবাদ হতে পারেঃ “আমাদের সাথে তোমাদের ঝগড়াটি কি আল্লাহর পথে? এর অর্থ এই হবে, যদি তোমরা সত্যিই লালসার বশবর্তী না হয়ে বরং আল্লাহর জন্য ঝগড়া করে থাকো, তাহলে অতি সহজেই এর মীমাংসা করা যেতে পারে।

তোমাদের কাজের জন্য তোমরা দায়ী আর আমাদের কাজের জন্য আমরা দায়ী। তোমরা যদি তোমাদের বন্দেগীকে বিভক্ত করে থাকো এবং অন্য কাউকে আল্লাহর সাথে শরীক করে তার পূজা-উপাসনা ও আনুগত্য করো, তাহলে তোমাদের তা করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। কিন্তু এর পরিণাম তোমাদের ভোগ করতে হবে। আমরা বলপূর্বক তোমাদেরকে এ কাজ থেকে বিরত রাখতে চাই না। কিন্তু আমরা নিজেদের বন্দেগী, আনুগত্য ও উপাসনা –আরাধনা সবকিছুই একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। যদি তোমরা একথা স্বীকার করে নাও যে, আমাদেরও এ কাজ করার ক্ষমতা ও অধিকার আছে তাহলে তো ঝগড়াই মিটে যায়।

অত্র আয়াতগুলোতে মহান আল্লাহ স্বীয় নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে মুশরিকদের ঝগড়া বিদূরিত করতে নির্দেশ দিচ্ছেন। মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে বলছেনঃ ‘হে নবী! তুমি মুশরিকদেরকে বলোঃ ‘হে মুশরিকের দল! তোমরা আমাদের সাথে মহান আল্লাহ্‌র একাত্মবাদ, অকৃত্রিমতা, আনুগত্য ইত্যাদির ব্যাপারে বিবাদ করছো কেন? তিনি শুধু আমাদেরই প্রতিপালক নন, বরং তোমাদেরও প্রতিপালক। তিনি তো আমাদের ও তোমাদের ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান এবং তিনি আমাদের সবারই ব্যবস্থাপক। আমাদের কাজের প্রতিদান আমাদেরকে দেয়া হবে। আমরা তোমাদের প্রতি এবং তোমাদের শির্কের প্রতি অসন্তুষ্ট।’ কুর’ আন মাজীদে অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

﴿وَ اِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ لِّيْ عَمَلِيْ وَ لَكُمْ عَمَلُكُمْ ۚ اَنْتُمْ بَرِيْٓـُٔوْنَ مِمَّآ اَعْمَلُ وَ اَنَا بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ﴾

আর এতদসত্ত্বেও যদি তারা তোমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে থাকে তাহলে তুমি বলে দাওঃ আমার কর্মফল আমি পাবো, আর তোমাদের কর্মফল তোমরা পাবে। তোমরা তো আমার কৃতকর্মের জন্য দায়ী নও, আর আমিও তোমাদের কর্মের জন্য দায়ী নই। (১০ নং সূরা ইউনুস, আয়াত নং ৪১)

কুর’ আনুল কারীমের অন্য এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ

‘অনন্তর যদি তারা তোমার সাথে কলহ করে তাহলে তুমি বলোঃ আমি ও আমার অনুসারীগণ মহান আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করেছি।’ (৩ নং সূরা আল ‘ইমরান, আয়াত নং ২০)

ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর গোত্রের লোককে এ কথাই বলেছিলেনঃ

﴿وَ حَآجَّه قَوْمُه قَالَ اَتُحَآجُّوْٓنِّيْ فِي اللّٰهِ﴾

‘আর তার জাতির লোকেরা তার সাথে ঝগড়া করতে থাকলে সে তাদেরকে বললোঃ তোমরা কি মহান আল্লাহ্‌র ব্যাপারে আমার সাথে ঝগড়া করছো?’ (৬ নং সূরা আন ‘আম, আয়াত নং ৮০)

অন্য জায়গায় রয়েছেঃ ﴿اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِىْ حَآجَّ اِبْرٰهٖمَ فِىْ رَبِّهٖۤ﴾

‘তুমি তার প্রতি লক্ষ্য করোনি যে ইবরাহীমের সাথে তাঁর রাব্ব সম্বন্ধে বিতর্ক করেছিলো?’ (২ নং সূরা বাকারাহ, আয়াত নং ২৫৮)

সুতরাং এখানে ঐ বিবাদীদেরকে বলা হচ্ছেঃ ‘আমাদের কাজ আমাদের জন্য এবং তোমাদের কাজ তোমাদের জন্য। আমরা তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তোমাদের হতে পৃথক হয়ে গেলাম। আমরা একাগ্রচিত্তে মহান আল্লাহ্‌র ‘ইবাদতে লিপ্ত হয়ে পড়লাম।’ অতঃপর ঐ সব লোকের দাবী খণ্ডন করা হচ্ছে যে, ইবরাহীম (আঃ) ইয়াহুদীও ছিলেন না এবং খ্রিষ্টানও ছিলেন না। অতএব হে ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানের দল! তোমরা এসব কথা বানিয়ে বলছো কেন? বলা হচ্ছে যে, তোমাদের জ্ঞান কি মহান আল্লাহ্‌র চেয়েও অধিক হয়ে গেলো? মহান আল্লাহ তো পরিস্কারভাবে ঘোষণা করেনঃ

﴿مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّ لَا نَصْرَانِيًّا وَّ لٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ﴾

‘ইবরাহীম ইয়াহুদী ছিলো না এবং খ্রিষ্টানও ছিলো না, বরং সুদৃঢ় মুসলিম ছিলো এবং সে মুশরিকদের অর্থাৎ অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো না।’ (৩ নং সূরা আল ‘ইমরান, আয়াত নং ৬৭)

পরবর্তী আয়াতে মহান আল্লাহ বলেনঃ ﴿وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَه مِنَ اللّٰهِ﴾

‘আর মহান আল্লাহ্‌র নিকট হতে প্রাপ্ত সাক্ষ্য যে ব্যক্তি গোপন করেছে সে অপেক্ষা কে বেশি অত্যাচারী?’ (২ নং সূরা বাকারাহ, আয়াত নং ১৪০)

মহান আল্লাহ্‌র সাক্ষ্যকে গোপন করে তাদের বড় অত্যাচার ছিলো এই যে, তাদের নিকট মহান আল্লাহ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছিলেন তা তারা পড়েছিলো এবং জানতে পেরেছিলো যে, ইসলামই প্রকৃত ধর্ম ও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সত্য রাসূল। এটা জেনেও তারা তা গোপন করেছিলো। ইবরাহীম (আঃ), ইসমা ‘ঈল (আঃ), ইসহাক (আঃ), ইয়া ‘কূব (আঃ) প্রমুখ সবাই ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান ধর্ম হতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক ছিলেন। কিন্তু তারা তা স্বীকার করেনি। শুধু তাই নয়, বরং এ কথাকেই তারা গোপন করেছিলো। অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন যে, তাদের কাজ তাঁর নিকট গোপন নেই। তাঁর ‘ইল্ম’ সব জিনিসকেই ঘিরে রয়েছে। তিনি প্রত্যেক ভালো ও মন্দ কাজের পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করবেন।

এই ধমক দেয়ার পর মহান আল্লাহ বলেন যে, ঐ সব মহামানব তো তাঁর নিকট পৌঁছে গেছে। এখন যদি তোমরা তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করো তাহলে তোমরা তাঁদের বংশধর হওয়া সত্ত্বেও মহান আল্লাহ্‌র নিকট তোমাদের কোনই সম্মান নেই। আর তোমাদের অসৎ কাজের বোঝাও তাদেরকে বইতে হবে না। তোমরা যখন এক নবীকে অস্বীকার করছো, তখন যেন সমস্ত নবীকেই অস্বীকার করছো। বিশেষ করে তোমরা শেষ নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে বাস করেও তাঁকে অস্বীকার করছো। যিনি হচ্ছেন সমস্ত নবীর নেতা। যাঁকে সমস্ত দানব ও মানবের নিকট নবী করে পাঠানো হয়েছে। সুতরাং তাঁর রিসালাতকে মেনে নেয়া প্রত্যেকের ওপর বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে। তাঁর ওপর ও অন্যান্য সমস্ত নবীর ওপরও মহান আল্লাহ্‌র দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-১৪০

اَمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ وَ الْاَسْبَاطَ كَانُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ؕ قُلْ ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهُ ؕ وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ ؕ وَ مَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ

অথবা তোমরা কি একথা বলতে চাও যে, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইয়াকুব-সন্তানরা সবাই ইহুদি বা খৃস্টান ছিল?” বলো, “তোমরা বেশী জানো, না আল্লাহ বেশী জানেন?তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে, যার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি সাক্ষ্য রয়েছে এবং সে তা গোপন করে চলে? তোমাদের কর্মকান্ডের ব্যাপারে আল্লাহ গাফেল নন।

১৪০ নং আয়াতের তাফসীর:

যেসব মুর্খ ইহুদি ও খৃস্টান জনতা যথার্থই মনে করতো, এ বড় বড় মহান নবীদের সকলেই ইহুদি বা খৃস্টান ছিলেন, তাদেরকে সম্বোধন করে এখানে একথা বলা হয়েছে।

এখানে ইহুদি ও খৃস্টান আলেমদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। তারা নিজেরাও এ সত্যটি জানতো যে, ইহুদিবাদ ও খৃস্টবাদ সে সময় যে বৈশিষ্ট্য ও চেহারাসহ বিরাজ করছিল তা অনেক পরবর্তীকালের সৃষ্টি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা সত্যকে একমাত্র তাদের নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করছিল। তারা জনগণকে ভুল ধারণা দিয়ে আসছিল যে, নবীদের অতিক্রান্ত হয়ে যাবার দীর্ঘকাল পর তাদের ফকীহ, ন্যায়শাস্ত্রবিদ ও সুফীরা যে সমস্ত আকীদা-বিশ্বাস, পদ্ধতি, রীতি-নীতি ও ইজতিহাদী নিয়ম-কানুন রচনা

করেছে, সেগুলোর আনুগত্যের মধ্যেই মানুষের কল্যাণ ও মুক্তি নিহিত রয়েছে। সংশ্লিষ্ট আলেমদেরকে জিজ্ঞেস করা হতো, তোমাদের একথাই যদি সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে হযরত ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকূব ইত্যাদি নবীগণ তোমাদের এই সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে কোন্ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন? তারা এ জবাব এড়িয়ে যেতো। কারণ ঐ নবীগণ তাদের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, নিজেদের জ্ঞান অনুযায়ী তারা একথা দাবী করতে পারতো না। কিন্তু নবীগণ ইহুদিও ছিলেন না এবং খৃস্টানও ছিলেন না, একথা যদি তারা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিতো তাহলে তো তাদের সব যুক্তিই শেষ হয়ে যেতো।

১৪১ নং আয়াতের

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْـَٔلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

ঐ লোকেরা গত হয়ে গেছে, তাদের জন্য তাদের কৃতকর্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কৃতকর্ম এবং তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে তোমাদের জিজ্ঞেস করা হবে না।

এই আয়াতে আবারও আমলের গুরুত্ব বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, বুযুর্গদের সাথে সম্পর্ক জুড়ে এবং তাঁদের উপর ভরসা করে কোন লাভ নেই। কারণ, "((وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ)) "যার কার্যকলাপ তাকে পিছিয়ে দেয়, তার বংশমর্যাদা তাকে এগিয়ে দিতে পারবে না।" (মুসলিম, অধ্যায়ঃ যিকর ও দু'আ, পরিচ্ছেদঃ তেলাঅতে কুরআনের জন্য একত্রিত হওয়ার ফযীলত) অর্থাৎ, পূর্বপুরুষদের নেকী দ্বারা তোমাদের কোন লাভ হবে না এবং তাঁদের পাপের কারণে তোমাদেরকে পাকড়াও হবে না। তাঁদের কৃতকর্মের কারণে তোমাদেরকে এবং তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তাঁদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না।

{وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} "কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না।" (সূরা ফাত্বির ৩৫:১৮ আয়াত) {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} "আর মানুষ তাই পায়, যা সে করে।" (সূরা নাজম ৫৩:৩৯ আয়াত)

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. ইবাদতের ক্ষেত্রে ইখলাস তথা একনিষ্ঠতার ফযীলত অপরিসীম।

২. প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার আমলের প্রতিদান দেয়া হবে, অন্যের আমলের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না, যদি না সে অন্যের আমলের কারণ হয়ে থাকে।

৩. ইয়াহূদীবাদ ও খ্রিস্টবাদ তাদের নিজেদের তৈরি করা মতবাদ।

৪. কোন প্রকার সাক্ষ্য বিশেষ করে আল্লাহ তা ‘আলার ব্যাপারে সাক্ষ্য গোপন করা হারাম।

৫. ইবরাহীম (আঃ)-সহ সকল নাবী ইসলাম ধর্মের অনুসারী ছিলেন।